নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

সম্পাদকীয়

ব্যাংক, এনজিও এবং শিল্প মালিকদের দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ করতে হবে

সম্পাদক প্রকাশ: ২৬ অক্টোবর ২০২৬ ৪ মিনিট পাঠ

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক বেসরকারি খাতের জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। এই প্রণোদনা কে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি বেসরকারি খাতের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে এবং দ্বিতীয়টি কৃষি ও কৃষি খাত ভিত্তিক শিল্পে প্রদান করা হবে। ৬০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে থেকে ৪১ হাজার কোটি টাকা ১০ শতাংশ সুদে ১৭ টি ব্যাংক থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিবে বা তহবিল সংগ্রহ করবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তহবিল সংগ্রহ করবে ১০ শতাংশ সুদে আর ব্যাংক গুলিকে ঋণ হিসাবে প্রদান করবে ৪ শতাংশ সুদ হারে। এই হিসাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৬ শতাংশ হারে ভর্তুকি দিবে। তাহলে ৪১ হাজার কোটি টাকার এক বছরে সরল সুদে ভর্তুকির পরিমাণ দাঁড়ায় ২ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা। আর তিন বছরে সরল সুদে হয় ৭ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা এবং চক্রবৃদ্ধি সুদে এর পরিমান দাড়ায় ৮ হাজার ২১ কোটি টাকা প্রায়। এখানে লক্ষ্য করা যায় ব্যাংকের নিকট থেকে কাগজে-কলমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ঋণ নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের সেই টাকাই আবার ব্যাংকগুলিকে ঋণ হিসাবে প্রদান করছে। মাঝখান থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ৮হাজার ২১ কোটি টাকা সুদ বাবদ ১৭টি ব্যাংক-কে ভর্তুকি দিতে হবে।

আবার ব্যাংক গুলি ৪শতাংশ সুদ হরে টাকা নিয়ে ৮ শতাংশ সুদ হারে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে ঋণ প্রদান করবে। ঋণ প্রদান করে ব্যাংক গুলি ৪ শতাংশ অতিরিক্ত সুদ আদায় করবে। এই ৪১ হাজার কোটি টাকা থেকে ব্যাংকগুলি ৪শতাংশ চক্রবৃদ্ধি সুদে তিন বছরে ৫হাজার ২০০কোটি টাকা নিজেদের ভল্টে তুলবে। তাহলে ব্যাংক গুলি ভর্তুকি থেকে পাবে ৬শতাংশ, অতিরিক্ত সুদ ৪শতাংশ মোট ১০শতাংশ টাকা নিজেদের ভল্টে তুলবে।

প্রণোদনার নামে ৪১হাজার কোটি টাকা থেকে সব মিলিয়ে ব্যাংগুলিকে ১০শতাংশ চক্রবৃদ্ধি

সুদে প্রায় ১৪হাজার ১৪০কোটি টাকা ভল্টে তুলে দেয়ার কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অপরদিকে ৪১ হাজার কোটি টাকার সম্পূর্ণ দায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজের কাঁধে নিয়ে ব্যাংকগুলিকে তাদের টাকার শতভাগ নিরাপত্তা দিয়েছে।

তাই প্রশ্ন উঠে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার জন্য এই ভর্তুকি দিচ্ছে? উত্তর আসবে, রুগ্ন শিল্প খাতের গতি ফেরাতে এই ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে শিল্প গুলি ঋণ খেলাপি সংস্কৃতি তৈরি করেছে আবার তাদেরকেই নতুন করে কেন ৪১ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই ৪১ হাজার কোটি টাকা আদৌ কি ফেরত আসবে? না কি ঋণ খেলাপির তালিকায় নতুন করে ৪১ হাজার কোটি টাকা যোগ হবে। এই ৪১ হাজার কোটি টাকা যদি ফেরত না আসে, তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সুদসহ এই টাকার দায় নিতে হবে।

প্রণোদনার এই কর্মযজ্ঞের পদ্ধতি দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাংকগুলি নিজেদের টাকা নিজেদের ভল্টে রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর সুকৌশলে সমস্ত দায় চাপিয়ে দিয়েছে। ব্যাংকগুলিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি এমন প্রণোদনা ঘোষনা করেছে? মনে হচ্ছে এই প্রণোদনা বেসরকারী শিল্প খাতের জন্য নয়। এই প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে ব্যাংকগুলির জন্য। তাই নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, এই প্রণোদনায় দেশের অর্থনীতিতে তেমন ভাল কিছু আশা করা যায়না। তবে ব্যাংকগুলি আর্থিক ভাবে বেশ লাভবান হবে এটা নিশ্চিত। এই যে ভর্তুকির পুরো ৮ হাজার ২১ কোটি টাকাই পাবে নির্ধারিত ১৭টি ব্যাংক। কিন্তু দেখান হচ্ছে শিল্প খাতের জন্য ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। হিসাবের মার-প্যাচে আমাদেরকে বোকা বানিয়ে ব্যাংকগুলি হাজার হাজার কোটি টাকা ভল্টে তুলে নিচ্ছে এবং ব্যাংকগুলির সাম্রাজ্য কায়েমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ব্যাংকগুলিকে প্রণোদনা ভর্তুকির এই টাকা দিবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক-কে ভর্তুকির এই টাকা দিবে বাংলাদেশ সরকার এবং সরকার এই টাকা তুলবে জনগণের নিকট থেকে। তাই প্রশ্ন আসে জনগণ কেন তাদের কষ্টার্জিত টাকা ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প ও ব্যাংকগুলিতে ভর্তুকি হিসাবে দিবে? জনগণের টাকা শিল্প মালিক ও ব্যাংকগুলির লুটপাটের এই আয়োজনকে দুর্নীতি বললে ভুল হবে না। যেখানে রাষ্ট্রীয় চিনিকল গুলির আধুনিকায়নের জন্য সরকার টাকা দিতে পারছে না, সেখানে কেন ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প ও ব্যাংকগুলির জন্য ৮ হাজার ২১ কোটি টাকা খরচের আয়োজন করা হয়েছে। এই ভাবেই ব্যাংকগুলি পরিকল্পিতভাবে টাকা নিজেদের ভল্টে তুলে নেয়। ব্যাংকিং সেক্টরের এমন সুপরিকল্পিত দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ করতে হবে।

এই লুটপাটের আয়োজনে আবার যুক্ত হয়েছে এনজিও ও ফাউন্ডেশন। এবারের ৬০ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা হতে ৫ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হবে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)কে। পিকেএসএফ আবার বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে এই টাকা ঋণ হিসাবে বিতরণ করবে।

প্রশ্ন উঠেছে কৃষি ব্যাংক, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সহ সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান থাকতে পিকেএসএফ বা এনজিও মাধ্যমে কেন এত বিপুল পরিমাণ টাকা ঋণ হিসাবে বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৪% সুদে পিকেএসএফ- কে ঋণ দিবে। আর পিকেএসএফ ও এনজিও গুলি ঋণ বিতরণ করবে ৮% সুদে। তাহলে এক বছরে সরল সুদ হিসাবে এনজিও গুলি ৫ হাজার কোটি টাকার সুদ বাবদ ২০০ কোটি এবং তিন বছরে ৬০০ কোটি টাকা আদায় করবে। উল্লেখ্য এনজিও গুলি সাপ্তাহিক চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করে থাকে। তাই সাপ্তাহিক চক্রবৃদ্ধি হারে এনজিও গুলির তিন বছরে শুধু সুদ বাবদ প্রায় ৬৩৮কোটি টাকা আদায়ের করবে। এভাবেই সুদ কারবারি এনজিও গুলি রাতারাতি জনগণের সুদের টাকায় সাম্রাজ্য তৈরি করে ফেলেছে।

এখানে দুটি খাতের হিসাব দিলাম। ৬০ হাজার কোটি টাকার এই প্রণোদনার মাধ্যমে ব্যাংক ও এনজিও গুলিকে মোটমোটি প্রায় ১৬ থেকে ১৭ হাজার কোটি টাকা তুলে দেয়ার আয়োজন করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতো একটি প্রণোদনার টাকা সুপরিকল্পিত দুর্নীতি ও লুটপাটের হিসাব। এমন অসংখ্য লুটপাটের মাধ্যমে ব্যাংক, এনজিও এবং শিল্প মালিকগন নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। আর এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংক, এনজিও এবং শিল্প মালিকরা যৌথভাবে ঘুনপোকার মত দেশের অর্থনীতিকে খেয়ে ধ্বংস করে ফেলছে। ব্যাংক, এনজিও এবং শিল্প মালিকদের এমন সুপরিকল্পিত দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধে সরকারের দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।